JAN. 29 2001

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক ইনকিলাব

মিছবাহুল উলূম ফাযিল মাদ্রাসা

ইসলামী শিক্ষায় আধুনিক মাত্রা

অপরিকল্পিত নীতি-নৈতিকতাহীন, পৌত্তলিক ও জড়বাদী সংস্কৃতিনির্ভর এবং লর্ড ম্যাকলের স্বপ্নের পশ্চিমা সেবাদাস তৈরীতে সদা তৎপর শিক্ষা ব্যবস্থার ধূম্রজালে দিকভ্রষ্ট না হয়ে প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্র থেকে উপজীব্য সংগ্রহকরণ সাপেক্ষে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত হয়েছে আলিয়া নেসাবের একটি যুগোপযোগী বিশ্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা। যে শিক্ষা ব্যবস্থার অনুকূলে শিক্ষা গ্রহণে আত্মপ্রত্যয়ী করে অভিভাবকগণ একদিকে তাদের সন্তানদের যেমন ইসলামী চিন্দাবিদ, গবেষক হিসেবে তৈরী করার সুযোগ পাচ্ছেন, অপরপক্ষে এদেরকেই আবার বিজ্ঞানী, আইনজীবী, প্রশাসক, অধ্যাপক, বিসিএস ক্যাডার, প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাসহ বহুবিধ গুরুত্বসহ অবস্থানে দেখবার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার সফল প্রতিফলন অনায়াসেই ঘটাতে পারেন।

বলা বাহুল্য, সৃষ্টিশীল এ শিক্ষা ব্যবস্থার উপযোগিতাকে তৃণমূল পর্যায় অবধি সফলভাবে বিস্তৃত করার এক অকপট প্রতীতি নিয়ে স্থানীয় ইসলামী শিক্ষানুরাগী, সমাজসেবী এলিটদের সক্রিয় উদ্যোগে ১৯৭৫ সালে ঢাকার প্রাণকেন্দ্র মতিঝিলস্থ টিএন্ডটি কলোনীতে বর্তমান অধ্যক্ষ প্রাজ্ঞ ইসলামী ব্যক্তিত্ব, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইসেন্সিয়েট স্কলার মাওলানা মুহাম্মদ শাহজাহান সাহেবকে প্রধান করে দাখিল স্তরে উন্নীত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ লাভ করে 'মিছবাহুল উলূম ফাযিল মাদ্রাসা'। আশির দশকের প্রথমভাগে মাওলানা মুহাম্মদ শাহজাহান সাহেব উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে মুসলিমদের তীর্থক্ষেত্র সৌদি আরবের মদীনায় পাড়ি জমালে প্রতিষ্ঠানটির কাণ্ডারীরূপে শক্ত হাতে হাল ধরেন বর্তমান সময়ের দেশের প্রথমসারির সুপরিচিত বিজ্ঞ ইসলামী চিন্তাবিদ, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ধারা প্রবর্তনে অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব, স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষক (১৯৯০) মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম। বুদ্ধিবৃত্তিক প্রজ্ঞা ও প্রশাসনিক দৃঢ়তা দিয়ে তিনি সুদীর্ঘ প্রায় দেড়যুগ কালব্যাপী প্রতিষ্ঠানটি গড়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বর্তমান অধ্যক্ষের হাতে প্রতিষ্ঠান প্রধানের ভার হস্তান্তর করে চাকরি থেকে অব্যাহতি নেন।

এভাবেই হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজ তা প্রতিষ্ঠার রজত জয়ন্তী (Silver Jubilee)-এর সীমা অতিক্রম করেছে। এরই মধ্যে এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড-এর অধীনে অনুষ্ঠিত সকল পরীক্ষায় পাসের প্রায় ১০০% (প্রথম বিভাগ ৮০%) করতে সমর্থ হয়েছে। এছাড়াও প্রতি বছর এ প্রতিষ্ঠান হতে ৫ম ও ৮ম শ্রেণীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী বৃত্তি পাবার পাশাপাশি দাখিল, আলিম ও ফাজিল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে মেধা তালিকায় তাদের স্থান দখল করে নিচ্ছে– যাদের মধ্যে কেউ কেউ বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনাও করছে এবং অন্যরা যশ ও খ্যাতির সঙ্গে দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে বিভিন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে অত্র প্রতিষ্ঠানে ২০০ খ্রিস্টিয় অব্দ থেকে দাখিল পর্যায়ে বিজ্ঞান শাখা সংযুক্ত করা হয়েছে এবং শীঘ্রই কামিল শ্রেণী খোলার প্রক্রিয়া চলছে।

কারিগরি প্রশিক্ষণের অপরিহার্যতা অনুধাবন করে পর্যায়ক্রমে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রথমে আবাসিক ও পরে অনাবাসিক ছাত্রদের কম্পিউটার (Latest version) প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করার উদ্যোগ বাস্তবায়িত প্রায়। Spoken English, Arabic Courseও রয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক কম্পিউটার (তাত্ত্বিক) বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, ইয়াতীমখানা, হিফযখানা, বিভিন্ন বিভাগীয় কমিটি গঠন প্রভৃতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এবং যাতায়াত ব্যবস্থা সন্তোষজনক হওয়ায় কখনও কোন ছাত্র-ছাত্রী বা অভিভাবককে দুর্ভোগ পোহাতে হয় না।

প্রতিষ্ঠানের মান্যবর অধ্যক্ষ মহোদয়, স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষক (১৯৯৫) মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মদ শাহজাহান সাহেব বললেন, "দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী সমাজের আত্মিক শুচিতা ও মেধা, মনন, বিকাশ এবং নেপোলিয়ানের ভাষায় 'ভাল মা' (Good Mother) তৈরীর অনস্বীকার্য আবশ্যকতা স্বীকার করে ইতোমধ্যেই আমরা ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের ভর্তি করছি এবং ২০০২ সাল হতে পৃথক মহিলা শাখা খোলার মাধ্যমে তা নবম শ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত করব ইনশাল্লাহ।

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, খেলাধুলা ও স্কাউটিং-এর মত সহপাঠ্য ক্রমিক বিষয়ে এ মাদ্রাসা যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিও পালন করা হয় মাদ্রাসা ক্যাম্পাসে। গত ২০ জানুয়ারী, ২০০১ মাদ্রাসার সবক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক, সাংবাদিক, কবি মাওলানা রূহুল আমীন খান। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি বলেন, "একমাত্র আল-কুরআনই হচ্ছে নিখাদ জ্ঞানের নিঃসীম ভাণ্ডার। চলমান দ্বান্দ্বিক সভ্যতায় বিপর্যস্ত মানবতার একমাত্র নির্ভরতা আল-ইসলাম। তাই কুরআনের শিক্ষায় শিক্ষিতদের হীনমন্যতায় ভোগার কোন অবকাশ নেই। বিপুল পরিমাণ গণমুখী কার্যক্রম সত্ত্বেও তা বাস্তবায়নের পর্যাপ্ত অর্থানুকূলের অনুপস্থিতি এবং শ্রেণীকক্ষের অপর্যাপ্ততার কারণে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত করছে মারাত্মকভাবে।

এত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানের প্রাণশক্তি, ছাত্র-শিক্ষকের চলৎ শক্তিকে কেউ থমকে দিতে পারেনি বরং তাদের চলার গতি হয়েছে দুর্বার, অপ্রতিহত, দৃপ্ত আর নির্ভীক।

❑ শিক্ষাঙ্গন রিপোর্ট